জীবননগরে হামলার অভিযোগে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

জীবননগর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন কে কেন্দ্র করে হামলার অভিযোগে করা মামলায় সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক। তিনি বলেন, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহের কাঠগোলা ও সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলায় ঘটনায় আব্দুর রশিদ ও আওয়ামী লীগ নেতা বাদী হয়ে দুটি মামলা করেছিলেন। এই মামলায় সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, রায়পুরের কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন স্থানীয় কৃষকেরা। এর ধারাবাহিকতায় গত ৭ জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন কৃষকেরা। মানববন্ধন শেষে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাঠগোলা ও সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রের অফিসে হামলার অভিযোগে ৬৫ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহ, তাঁর ছেলে নয়ন ও জবা কৃঞ্চপুরের কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সিঙ্গাপুরভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সাইক্রেটিক এনার্জি লিমিডেটকে সহযোগিতা করছেন। এ জন্য স্থানীয় কৃষকদের থেকে জোর করে জমি নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কৃষকেরা প্রতিবাদ করায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় কৃষক আবদার রহমান বলেন, কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমাদের জমি জোর করে দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। জমি দেওয়ার জন্য আমাদের চাপ দিচ্ছেন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ, তাঁর ছেলে নয়ন ও জবা।

কৃষক মো. আনছার বলেন, জমি না দিতে চাওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। আমরা জীবন দেব তবুও চাষের জমি দেব না।

জমি দিলে আমরা খাব কী?

মামলার স্বাক্ষী মো. জসিম ও মো. সোহাগ বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে ছিলাম না। আমাদের মামলায় স্বাক্ষী করা হয়েছে শুনছি। তবে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহ। তিনি বলেন, ৭ জুলাই স্থানীয় বাসিন্দা ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে কয়েক শ কৃষক জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে কৃষকেরা তাঁর কাঠগোলায় হামলা চালান। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে মামলা করেছেন। তিনি কোনো হয়রানি করছেন না।

কাতার থেকে ফিরে এসেই গড়বেন সুখের নীড়, তছনছ হলো মৃত্যুতে

সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতেই ধার দেনা করে গিয়েছিলেন কাতারে। ভাল আয় ইনকামও করেছেন। এবার বাড়ি এসেই নির্মাণ করবেন বাড়ি। স্ত্রীকে ফোন করে বলেছিলেন বাড়িতে এসেই তোমার মনের মতই একটি নীড় গড়বো। যে নীড় আমাদের দুজনকে শান্তিতে ভরিয়ে তুলবে। কিন্তু সে আশা ভরসা সব তছনছ করে দিয়েছে আমাকে। এভাবেই বলতে বলতে মূর্ছা তুষার ইমরানের স্ত্রী তৃষা।

প্রেম করে বিয়ে। স্ত্রী খ্রীষ্টান ধর্মের মেয়ে হওয়ায় দুই পরিবারের কেউ মেনে নেয়নি। তারপরেও তুষার ইমরান ও স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে ন্যুন্যতম ছেদ পড়েনি কখনো। এক সময় ধার দেনা করে সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে পাড়ি জমান বিদেশে। সেখানে একটি কোম্পানীর আওতায় টাইলস মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করছিলেন তুষার ইমরান।

গত শনিবার (১৬-ই জুলাই) দিবাগত রাত বাংলাদেশ সময় আনুমানিক ১০ টার দিকে কাতারে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের টাইলসের কাজ করার সময় বিদ্যুতষ্পৃষ্ট হয়ে তুষার ইমরান মারা যান। তুষার ইমরান গাংনী

উপজেলার ঢেপা গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে।

তুষার ইমরানের স্ত্রী তৃষা জানান, গত ৫ বছর পূর্বে তুষার কাতারে যায়। শনিবার তুষারের বন্ধুরা জানায়, বিল্ডিং এর টাইলস কাটার সময় বিদ্যুতষ্পৃষ্ঠ হয়ে মারাত্মক আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তুষার ইমরানের নিহতের পাওয়ার পর এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

পাওনা টাকা চাওয়ায় চায়ের কাপের আঘাতে যুবক হাসপাতালে

পাওনা টাকা চাওয়ায় প্রতিপক্ষের চায়ের কাপের আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক যুবক। রবিবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের কুল্লাগাছা গ্রামে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার কুল্লাগাছা গ্রামের গোলাম রব্বানির ছেলে জসিম উদ্দিন রবিবার সকালে ফসলি জমিতে সেচের পানি দেয়া টাকা নিয়ে বাক-বিতন্ডতা হয়। এ সময় ওই গ্রামের রজব আলী চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন।

একপর্যায়ে রজব আলী, তাঁর হাতে থাকা চায়ের কাপটি জসিমের মাথায় ছুড়ে মারে। এতে করে সে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান।

এ ব্যাপারে জসিমের স্ত্রী বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেছেন। রজব আলী কুল্লাগাছা গ্রামের রহিম মন্ডলের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক প্রসেনজিত মল্লিক জানান,এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটা অভিযোগ হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি।

মেহেরপুরে ছেলেকে বাঁচাতে বাবা আহত

মেহেরপুরে সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামে ৪ বছর বয়সের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছেন বাবা মিয়ারুল ইসলাম (৩২) । তিনি ঝাউবাড়িয়া গ্রামের আমজাদ আলীর ছেলে। মিয়ারুল ইসলাম পেশায় একজন ইজিবাইক চালক।

আজ রবিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

মিয়ারুল ইসলামের আত্মীরা জানান, ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক বাড়িতে ঢোকানোর সময় মিয়ারুলের ৪ বছরের বাচ্চা ইজিবাইকের পিকাপে হাত দিলে ইজিবাইকের গতি বেড়ে যায়। এসময় ছোট ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে গুরুত্বর আহত হন তিনি।

আহত মিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

গাংনীতে গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত ১

গাংনীতে গরুর শিংয়ের আঘাতে ইজ্জান আলী (৬০) নামের একজন আহত হয়েছেন। আজ রবিবার বিকেলে গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। কৃষক ইজ্জান আলী গাংনী উপজেলার আমীর উদ্দিন শেখ এর ছেলে।

জানা যায়, তিনি গোয়াল ঘর থেকে গরু বের করার সময় গরু তার হাত বরাবর আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হলে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত ইজ্জান আলী মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মেহেরপুরের ডিসির বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষোভ

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্সের মিলনায়তনে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের অনুমতি না দেওয়ায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন ঝাঁড়লেন মুক্তিযোদ্ধারা।

রবিবার সকাল দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধাদের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) মো: আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশিদ, ওমেদ উদ্দীন, আমজাদ হোসেন, বেগম সালেহা, চাঁদ আলী, আব্দুস সাত্তার, আলী হোসেন, হায়দার আলী খান, জিল্লুর রহমান, মোফাজ্জল হোসেন।

মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশিদ বলেন, দেশ আমাদের কাছে মায়ের মত, বাংলাদেশ আমার মা। দেশকে মুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধারা খেয়ে না খেয়ে প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। অথচ,এই মুক্তিযোদ্ধাদের কষ্টের কথা কেউ শোনেনা। আজ আমরা আমাদের জন্য তৈরী বিল্ডিংয়ে এ সভা করতে পারছিনে। ভাড়া করা যায়গায় সভা করতে হচ্ছে। না এটা কোনো মতে সহ্য করা যাবেনা।

মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী বলেন, আমাদের জন্য সরকার একটি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স তৈরী করেছেন। অথচ, আমাদের সভা সমাবেশ সেই ভবনে নয়, করতে হচ্ছে বাইরের ভাড়া করা যায়গায়। তিনি এর তীব্র নিন্দা জানান।

মুক্তিযোদ্ধা আলী হোসেন বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তৈরী ভবনগুলো চালু করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত ভবনে সভা সমাবেশ করতে না দেওয়ায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান বলেন, সর্বোচ্চ চেয়ারে বসে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয় ভীতি দেখাবেন। আর যত ধরনের কুকাজ অকাজ করে যাবেন। মুক্তিযোদ্ধারা বসে সেটা দেখবে তা হবেনা। ডিসিকে উদ্দ্যেশ্য করে বলেন, আপনার কাছে দরখাস্ত করতে গেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আপনী বলেন বড় ভাইয়ের সাথে সমঝোতা করে আসেন। এটা ডিসির মত কথা আপনার? একজন অনাহত ব্যাক্তি আপনার বড় ভাই? একজন অনাহত ব্যক্তির সাথে আপোষ করে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে সভা করতে হবে ? ছি ছি ছি। এ জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের বিষ খেয়ে মরা উচিৎ।

সভাপতির বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। তার সুযোগ্য কন্য শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে পৌছে দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আছে বলেই মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা শেখ হাসিনার উন্নয়নকে ¤ø◌ান করে দিচ্ছেন। কিছু হালুয়া রুটি খাওয়া হাইব্রীড অনুপ্রবেশকারী এসে সব যায়গায় হালুয়া রুটি খাচ্ছেন আর মোজ মেরে বেড়াচ্ছেন। এদেরকে নিয়ে সাবধানে থাকতে হবে।
সাম্প্রতিক সময়ে মেহেরপুরের মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদের মৃত্যুর পর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে গার্ড অফ অনার না দেওয়ায় ক্ষোভ ও নিন্দাও জানান তিনি।

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন এলাকার শতখানেক মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন।

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধুর শাহাদত

বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার(১৭ জুলাই) সকাল ১০ টার সময় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ডক্টর মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা, সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার মৌসুমী খানম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক।

গাংনীর সাহারবাটি মাঠে কপির চারা কেঁটে তছরুপ

গাংনীর সারবাটি গ্রামে ছপেত আলী নামের এক কৃষকের বাধাকপির চারা কেটে তছরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার দিনগক রাতে সাহারবাটি দক্ষিণপাড়ার মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

ছবেত আলী জানান, শনিবার রাতের কোন এক সময় দুইটি বেডের ফুলকপি ও বাধাকপির চারা দেয়া ছিল। সকল দীর্ঘদিনের পরিচর্যার পর দুএক দিনের মধ্যে বীজতলা থেকে চারা জমিতে রোপন করার প্রস্তুতি চলছে। ঠিক

এমন মুহুর্তে কে বা কারা দুইটি বেডের বিভিন্ন অংশের চারা কেটে তছরুপ করা হয়েছে। এতে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন কৃষক ছপেত আলী।

অন্যান্য কৃষকরা জানান, সাহারবাটির মাঠে মাঝে মধ্যেই ফসল কেটে তুছরুপাতের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এভঅবে চলতে থাকলে কুষকরা আবাদে আগ্রহ হারাবে। তবে মাঠের ফসল তছরুপকারিদের খুজে বের করে আইনের আওতায় আনার দাবী করেন তারা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ অভিযৈাগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে পরোয়ানাভূক্ত ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও সিআর মামলায় ১ জন আসামী রয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (১৭ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত সদর ◌্উপজেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে।
এসময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ রবিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ।

সেই কালাম মাস্টার এবার বিভাগীয় রোষানলে

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার উঠেছে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

ব্যবস্থাপনা পর্ষদ থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকও জানেন না বিদ্যালয়ের কোনো আর্থিক হিসেব নিকেশ। প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ সবকিছুই করে থাকেন স্বৈরাতান্ত্রিক উপায়ে।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি এবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের বরাবর আবেদন করেছেন আয় ব্যায়ের হিসাব নিকাশ ও অডিট করার জন্য।

আরও পড়ুন কালামের বিরুদ্ধে এবার আদালতে মামলা

আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকের আর্থিক অনিয়ম ও বিদ্যালয়টির ৮/৯ বছরের বিভাগীয় অডিটের জন্য গত ০৬/০৭/২০২২ তারিখে উমাশিঅ/মেহের/তদন্ত-৩১(৩)/২০২০/১৩৭ স্বারক নং এ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবর আবেদন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা আনোয়ার হোসেন।

আবেদনে সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ইতোপূর্বে পত্রপত্রিকায় একাধিকবার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

অতি সম্প্রতি ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি একই ধরণের অভিযোগ এনে একটি আবেদন করেছেন। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অতি সত্তর তাঁর বিভাগ কর্তৃক উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যায়ের হিসাব নিরীক্ষণ অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন তিনি।

এব্যাপারে সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন

বলেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ রয়েছে।

এর মধ্যে আর্থিক অনিয়ম ও বিদ্যালয়ের আয় ব্যায়ের হিসাব নিকাশ। বিদ্যালয়ের আর্থিকসহ সকল ধরনের অভ্যন্তরিন অডিট করার জন্য আমি ইতোমধ্যে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপপ্তরের পরিচালক বরাবর আবেদন করেছি।

আরও পড়ুন প্রধান শিক্ষক কালামের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন

এদিকে গত ০৫/০৭/২০২২ তারিখে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ এনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করেছেন।

আবেদন তিনি জানান, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের অসহযোগীতার কারণে বিদ্যালয়ের গতিশীলতা নষ্ট হয়েছে। বিদ্যালয়ের যাবতীয় অর্থ ভূঁয়া বীল ভাউচার করে আত্মসাৎ করছেন।

সকল শিক্ষকরা টিউশিন ফিস সকল শিক্ষক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এযাবৎ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত টিউশিন ফিস শিক্ষকদেরকে না দিয়ে প্রধান শিক্ষক একাই আত্মসাৎ করেন।

বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ও আয় ব্যায় ঠিক রাখতে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকলেও সেই এ্যাকাউন্ট নম্বরটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদকে জানান না। ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট সভাপতির যৌথস্বাক্ষরে পরিচালিত হলেও এখন পর্যন্ত আমার কোনো স্বাক্ষর নেন না প্রধান শিক্ষক।

তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন তার স্বাক্ষর জাল করেই সকল ধরনের লেন দেন ও অর্থ উত্তোলন করে থাকেন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ হওয়া অর্থ ও ব্যাংক স্টেটম্যান্ট জানার জন্য বিদ্যালয়ের নামে খোলা ব্যাংক এ্যকাউন্টটি জানা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তার লিখিত আবেদনে।

আরও পড়ুন প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে অবাঞ্চিত করলো গ্রামবাসী, বহিস্কারের দাবি

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মোস্তফা (শান্তি)

মোবাইল ফোনে বলেন, মাঝে মধ্যে ব্যাংকের চেক সই করে নিয়ে চলে যায়। আমি আগে বিষয়টি খুব বেশী গুরুত্ব দিতাম না।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর্থিকসহ নানা ধরণের অভিযোগ ওঠার পর বিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাব নম্বর জানতে চেয়েছি। বারবার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর চাইলেও প্রধান শিক্ষক সেটি দেননি। পরে বাধ্য হয়েই বিদ্যালয়ের এ্যাকাউন্ট নম্বর জানতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

বিদ্যালয়ের একাধিক সহকারী শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, চলতি বছরের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে ছাত্র ছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন ফিস, অর্ধবার্ষিকীর পরীক্ষার ফিস ও বেতন বাবদ ১ লাখ ৬৮ হাজার টাকা আয় হলেও বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীদের কোনো বেতন ভাতা দেওয়া হয়নি।

অথচ, প্রধান শিক্ষক ১ লাখ ৬৭ হাজার ৯৫০ টাকা খরচের বিল ভাউচার দাখিল করেছেন। কোথায় কি খরচ করেছেন এই হিসাব দেননি তিনি। শুধু এই তিন মাস নয়, বিগত পাঁচ বছরে বিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে শিক্ষকদের একটি টাকাও বেতন ভাতা দেননি তিনি।

এসব বিষয়ে সহকারী শিক্ষকবৃন্দ কোনো প্রতিবাদ বা বেতন ভাতার দাবী করলে চাকুরীচ্যুত করা ছাড়াও কয়েকজনকে হত্যার হুমকী পর্যন্ত দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।

আরও পড়ুন কালাম মাস্টারের বিরুদ্ধে এবার নারী নির্যাতন মামলা

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বললে তিনি জানান, টিউশিন ফিসসহ অন্যান্য আয় আমি স্কুল পারপাসে খরচ করেছি। সব খরচের ভাউচার আছে। কিন্তু কোনো শিক্ষককে বেতন ভাতা দেননি বা বৈধ কোনো কাজের ভাউচার নেই এমন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি তিনি।

তবে সভাপতির বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন, সভাপতির পুত্রবধুকে আমার স্কুলে চাকুরী দেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছেন। সভাপতি পারলে বৈধ উপায়ে তার পুত্রবধুকে স্কুলে নিয়োগ দিক। তবে, যেহেতু আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করানোর জন্য আবেদন করেছেন। শিক্ষা অধিদপ্তর আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করে দেখুক।